সমকাল

তারিখ 16 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষার্থীদের কাঁধেই ভ্যাটের বোঝা

■ সাব্বির নেওয়াজ

বাজেট ২০১৫-১৬

রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ পড়ছেন নওশাদ আলম। তাকে প্রতি সেমিস্টারে দিতে হয় ৩৫ হাজার টাকা। এটা আবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্য শিক্ষার্থীদের চেয়ে কম। কারণ, দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় নওশাদকে ২০ ভাগ ওয়েভার দেওয়া হয়েছে। মোট ১২ সেমিস্টারের চারটি শেষ হয়েছে নওশাদের; আর এই সেমিস্টারের টাকা জোগাড় করতে হয়েছে তাকে পার্টটাইম চাকরি এবং বাড়ি থেকে টাকা এনে। তার বাবা অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক। এই টাকা দিতে তার অনেক কষ্ট হয়। এখন এই টিউশন ফির ওপর নতুন করে ১০ শতাংশ 'মূল্য সংযোজন কর' (মূসক) বা ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে তাকে। এ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তিনি।

নওশাদের মতো আরও অনেক নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান এখন দেশের ৮৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সীমিত হওয়ায় সেখানে সবার পড়ার সুযোগ হয় না। 'স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ'-এর জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকোত্তর পড়ুয়া শিক্ষার্থী সাবরিনা আহমেদ বন্যা সমকালকে বলেন, তাদের ওপর বাড়তি ভ্যাটের বোঝা আরোপ করা হলে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হবে। সংবিধানে শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত, তাই সরকারের উচিত এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা।

নওশাদ আর সাবরিনার মতো দেশের প্রায় সোয়া চার লাখ শিক্ষার্থীর ওপর প্রায় ১০০ কোটি টাকার করের বোঝা চেপে বসেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীদের ওপর ১০ শতাংশ হারে (মূসক) ধার্য করা হয়েছে। নতুন ভ্যাট আরোপের এ প্রস্তাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, মূসক আরোপ করা হলে

■ পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

শিক্ষার্থীদের কাঁধেই ভ্যাটের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরই অতিরিক্ত অর্থ বহন করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের পরিবারের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হবে। তাদের উচ্চশিক্ষায় বাধার সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন করে বৈষম্য সৃষ্টি হবে।

এদিকে, অর্থমন্ত্রী এই ভ্যাট প্রস্তাব করার পর তা সংসদে পাস হওয়ার আগেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। চলতি মাসের শুরুতে জারি করা ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এখন থেকে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোকে সব ধরনের খরচের ওপর ১০ শতাংশ হারে মূসক প্রদান করতে হবে। বিগত বছরগুলোতে মূসকের কোনো বিধিবিধান ছিল না।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বর্তমানে আসন সংখ্যা সাত হাজারেরও বেশি। ভর্তির সময় ছাত্রপ্রতি টিউশন ফি নেওয়া হয় প্রায় ১৫ লাখ টাকা। সাধারণ হিসাবে দেখা যায়, শুধু টিউশন ফির টাকার ১০ শতাংশ হারে প্রতি ছাত্রের মূসকের টাকার অঙ্ক দাঁড়ায় দেড় লাখ। বেসরকারি চিকিৎসা-শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মূসক কেটে নেয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, মাসিক বেতন-ভাতা, হোস্টেলের ভাড়া ও খাবারের খরচ থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা কেটে রাখা হবে। 'প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন' (বিপিএমসিএ) অর্থ সম্পাদক ইকরাম বিজু এ ধরনের সিদ্ধান্তে উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, প্রস্তাবটি বাতিল করার দাবি জানিয়ে ৮ জুন এফবিসিসিআইর মাধ্যমে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতিও এরই মধ্যে এই ভ্যাট প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছে। সমিতির চেয়ারম্যান কবির হোসেন সরকারের কাছে এই দাবি জানিয়ে বলেন, 'ভ্যাট আরোপ করা হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। তার অতিরিক্ত অর্থ মূলত শিক্ষার্থীদেরই বহন করতে হবে, যা শিক্ষার্থীর পরিবারের ওপর যেমন বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে, তেমনি উচ্চশিক্ষার অগ্রগতিতে বিভিন্নভাবে বাধার সৃষ্টি করবে।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন পর্যন্ত ভ্যাট কার্যকর করা হয়নি। তবে ভাড়াকৃত স্পেসের ওপর ৯.৫ ভাগ ভ্যাট দিতে হয়। তার ওপর শতকরা ১০ ভাগ ভ্যাট কার্যকর হলে' টিউশন ফি বেড়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা জানান, 'প্রতি বছরই টিউশন ফি বাড়ছে। আর ভ্যাট আরোপ হলে তো কথাই নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'দেশের ৮৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০টি উচ্চহারে টিউশন ফি আদায় করে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি তত বেশি নয়। এর প্রধান কারণ, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করেন। আর শতকরা ১০ ভাগ হারে ভ্যাট আরোপ করা হলে তা শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের ওপরই বর্তাবে। এতে উচ্চশিক্ষা সংকুচিত হতে পারে।'

২০১০ সালেও বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর শতকরা ৪ ভাগ ভ্যাটের প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।